

প্রেস ব্রিফিং

তারিখ : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সোমবার

সময় : সকাল ১১:৩০ ঘটিকা

স্থান : জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তন,
জাতীয় প্রেস ক্লাব, ১৮ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০।

বিষয়: মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে দ্রুত উন্মুক্তকরণ, সঠিক তথ্য উপস্থাপন এবং পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে সাংবাদিক সম্মেলন।

সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

আপনারা সবাই অবগত আছেন যে, সৌদি আরবের পর বাংলাদেশীদের জন্য দ্বিতীয় বৃহত্তম মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারটি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর সেদেশের সরকারের আগ্রহে ২০১৬ সালে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক এর আওতায় মানব সম্পদ মন্ত্রী Dato Sri Richard Riot Anak Jaem এর ০৯ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখের অনুমোদনপত্রে জি টু জি প্লাস প্রোগ্রামের ভিত্তিতে ১০টি রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে বিগত ২০১৭-১৮ মেয়াদে অভিবাসন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় এবং ঐ সময়ে প্রায় ২ লক্ষ ৮০ হাজার কর্মী মালয়েশিয়া গমন করেন। অতঃপর ২০২১ সালের ১৯ ডিসেম্বর তারিখে নতুন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ৬ মাস পরও সিদ্ধান্তহীনতার কারণে কর্মী গমন শুরু না হওয়ায় ২০২২ সালের ০২ জুন তারিখে ঢাকায় সচিব পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপ মিটিং উদ্বোধনকালে মালয়েশিয়ার তৎকালীন মানব সম্পদ মন্ত্রী দাতুক সেরি এম. সারাভানান স্বল্পতম সময়ের মধ্যে অভিবাসন প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশনা দেন। উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ মিটিংয়ের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ২০২২ সালের ৮ই আগস্ট তারিখে কর্মী গমন শুরু হয়ে ২০২৪ সালের ৩১ মে পর্যন্ত সময়ে ৪ লক্ষ ৭৬ হাজার কর্মী মালয়েশিয়ায় গমন করেন। এই অভিবাসন প্রক্রিয়ায় বোয়েসেল সহ ১০১টি মূল এজেন্সি এবং ২৫০টি সহযোগী এজেন্সি সহ প্রায় ৮০০টি বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সি সংশ্লিষ্ট হয়। দু'দেশের মধ্যে বিদ্যমান সমঝোতা স্মারকের আলোকে সম্পূর্ণ অনলাইন ভিত্তিক Digital পদ্ধতিতে Auto Allocation মারফত মালয়েশিয়া সরকার রিক্রুটিং এজেন্সি সমূহের মধ্যে কোটা বরাদ্দ করে। কোটা বরাদ্দের পর মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ হাই কমিশন কর্তৃক চাহিদাপত্র সত্যায়ন, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োগানুমতি, কর্মী বাছাই, মেডিকেল, কলিং ভিসা ও ই-ভিসার অনুমোদন এবং প্রাক বহির্গমন ট্রেনিং সমাপনান্তে কর্মীগণ বিএমইটি'র ছাড়পত্র নিয়ে মালয়েশিয়া গমন করেছেন। উক্ত কর্মীদের মধ্যে সকলেই নির্ধারিত কাজ ও বেতনভাতা পাচ্ছেন। যার ফলশ্রুতিতে মালয়েশিয়া হতে প্রাপ্ত রেমিট্যান্স এর পরিমাণ ইতিপূর্বেকর সময়ের চেয়ে তিনগুন বৃদ্ধি পেয়ে বিগত ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ০৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

এই অভিবাসন প্রক্রিয়ায় কর্মীদের কোন অভিযোগ না থাকলেও যে সকল রিক্রুটিং এজেন্সি মালয়েশিয়া সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত হয়নি ঐ সকল রিক্রুটিং এজেন্সি মিটিং-মিছিল, সংবাদ সম্মেলন, মানববন্ধন প্রভৃতির মাধ্যমে অভিবাসন প্রক্রিয়াটিকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছে। এমনকি দু'দেশের সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক ও বিধি-বিধান অনুসরণ করার পরও প্রতিদ্বন্দ্বি রিক্রুটিং এজেন্সি মানব-পাচার ও মানিলভারিং এর মতো মামলা-মোকদ্দমা করে শ্রমবাজারটি পুনঃউন্মুক্তের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। বিগত ২০২২-২৪ মেয়াদে তালিকাবহির্ভূত কিছু এজেন্সি, যাদের মালয়েশিয়া কর্মী প্রেরণের অনুমোদন ছিল না তারাই Dummy Demand Letter এর মাধ্যমে তালিকাভুক্ত এজেন্সির নামে ব্যবসা করেছে, তারাই অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের সাথে মিলে অভিবাসন ব্যয় বৃদ্ধি পূর্বক পুরো অভিবাসন প্রক্রিয়াটি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এতে দেশের TIP Ranking সহ জনশক্তি রপ্তানি সেক্টরের সুনাম মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারটি বাংলাদেশী কর্মীদের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মালয়েশিয়া সরকার বাংলাদেশ হতে অধিক সংখ্যক কর্মী নিয়োগের পাশাপাশি তাদের সকলের মূল বেতন ন্যূনতম ১৭০০ রিজিত ধার্য্য করায় একজন কর্মীর মূল বেতন-ভাতা এবং ওভারটাইম সহ মাসে ৬০-৭০ হাজার টাকা আয় করছেন যা' মধ্যপ্রাচ্যের যে কোন দেশের চেয়ে প্রকৃতপক্ষে দ্বিগুনেরও বেশি। এই কারণে বাংলাদেশের সাধারণ কর্মীগণ মালয়েশিয়া গমনের জন্য অধিক আগ্রহী। মালয়েশিয়া সরকারের ইকোনোমিক গ্ল্যানিং ইউনিট এর নির্ধারিত ২৫ লক্ষ বিদেশী কর্মীর সিলিং অতিক্রম করায় সেদেশের সরকার ১লা জুন ২০২৪ তারিখ হতে বাংলাদেশসহ সকল সোর্স কান্ট্রির বিদেশী কর্মী নিয়োগ বন্ধ করে। অতঃপর মালয়েশিয়া সরকার ২০২৫ সালের আগস্ট মাসে সোর্স কান্ট্রি সমূহ হতে পুনরায়

বিদেশী কর্মী নিয়োগের অনুমোদন দেয়। মালয়েশিয়া সরকারের এই সিদ্ধান্তের সুযোগ গ্রহণ করে সোর্স কাফ্রি সমূহ এবং বিশেষতঃ আমাদের প্রতিবেশি দেশ, নেপাল ও মিয়ানমার উল্লেখযোগ্য হারে কর্মী প্রেরণ শুরু করেছে। এক্ষেত্রে বিগত অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারের সিদ্ধান্তহীনতা এবং রিক্রুটিং এজেন্সি সমূহের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে বাংলাদেশ এই সুযোগ গ্রহণে সমর্থ হয়নি। একই সময়ে বাংলাদেশ কর্মী প্রেরণ শুরু করতে পারলে এতদিনে অন্ততঃপক্ষে ১ (এক) লক্ষ কর্মীর অভিবাসন সম্পন্ন হতো।

পরবর্তীতে ২৭ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে মালয়েশিয়া সরকার বাংলাদেশ সরকারের নিকট সুনির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণকারী বাংলাদেশী বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির একটি তালিকা প্রেরণের অনুরোধ করে। এর ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকার ৪২৩টি রিক্রুটিং এজেন্সির একটি তালিকা প্রেরণ করে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান এর সদয় নির্দেশনাক্রমে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী জনাব আরিফুল হক চৌধুরী এবং প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা জনাব মাহদী আমিন, মালয়েশিয়ার মানবসম্পদ মন্ত্রী দাতো সেরি রামানন রামকৃষ্ণন এর সাথে ফলপ্রসূ আলাপ-আলোচনা করে শ্রমবাজারটি উন্মুক্তকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে একমত হন।

তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান এর মালয়েশিয়ায় সরকারি সফরকালীন সময়ে ২২ জুন ২০২৬ তারিখে সেদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দাতো সেরি আনোয়ার বিন ইব্রাহিম এর সাথে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার পর উভয় সরকার বাংলাদেশ হতে কর্মী নিয়োগের বিষয়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছায়। এরই ধারাবাহিকতায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী জনাব আরিফুল হক চৌধুরী মালয়েশিয়ার মানব সম্পদ মন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার করে দ্রুত কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার বিষয়ে মালয়েশিয়ার মানব সম্পদ মন্ত্রণালয়কে তাগিদ দেন। অতঃপর মালয়েশিয়া সরকার ক্রাইটেরিয়া পূরণকারী মোট ৪২৩টি রিক্রুটিং এজেন্সির মধ্য হতে বোয়েসেল সহ ২৬টি মূল এজেন্সি এবং সহযোগী ৩১২টি রিক্রুটিং এজেন্সিকে অবিভাসন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট করে মালয়েশিয়া সরকার কর্মী নিয়োগের লক্ষ্যে উক্ত এজেন্সির সমূহের মধ্যে কোটা বরাদ্দ শুরু করেছে। উক্ত বরাদ্দকৃত কোটার কর্মীদের জন্য অনলাইনে ই-এম্বাসি সফটওয়্যার মডিউলে কুয়ালামপুরস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনের এটেস্টেশনসহ পরবর্তী কার্যক্রম চলমান পর্যায়ে রয়েছে।

মালয়েশিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহিত আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যমান সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক এই গুরুত্বপূর্ণ শ্রমবাজারটি পুনঃউন্মুক্তকরণে মূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। একইসাথে দুই সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সময়ে সময়ে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপ মিটিংয়ের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতেই বোয়েসেল সহ ২৬টি মূল রিক্রুটিং এজেন্সি এবং আরও ৩১২টি সহযোগী এজেন্সিসহ মোট ৪৩৮টি রিক্রুটিং এজেন্সিকে বর্তমান অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট করা সম্ভব হয়েছে। এর পাশাপাশি আরও এজেন্সিকে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে অর্ন্তভুক্ত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নিয়োগকারী দেশের সিদ্ধান্তকে আমাদের সম্মান করা উচিত। একটি বৈধ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ঢালাওভাবে মানব পাচারের দোষারোপ করা হলে সেদেশের সরকার বিব্রত হয় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাদের অবস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই বিষয়টি বিবেচনা না করলে অনেক দেশের মতো মালয়েশিয়ায়ও আমাদের কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়াটি দীর্ঘায়িত হওয়া বা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, দু'দেশের সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক ও ফলপ্রসূ আলাপ-আলোচনার পর যখনই কর্মী নিয়োগের কাজ শুরু হয়েছে ঠিক সেই সময়ে বায়ারার কিছু সদস্য এজেন্সি এবং মধ্যস্বত্বভোগী, যারা ইতিপূর্বে নামে-বেনামে ব্যবসা করা সত্ত্বেও অভিবাসন প্রক্রিয়াটিকে বাধাগ্রস্ত করেছে, তারাই আবার মিডিয়া ও সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে ভুল তথ্য উপস্থাপন এবং আন্দোলন, মিটিং-মিছিল, মানববন্ধন ও ক্ষতিকর কর্মসূচীর মাধ্যমে সম্ভাবনাময় শ্রমবাজারটিকে আবার বাধাগ্রস্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। অতীব দুঃখের বিষয় যে, এসকল ব্যক্তিবর্গ দেশ এবং কর্মীদের স্বার্থ বিবেচনা না করে তাদের নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থকে বড় করে দেখছেন। ইতোমধ্যে বিগত সরকারের ঘনিষ্ঠ কিছু এজেন্সি বর্তমান অভিবাসন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে ডিম্যান্ড লেটার সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে বলে জানা গেছে।

মধ্যপ্রাচ্যে সাম্প্রতিক যুদ্ধ বিগ্রহ এবং বিভিন্ন কারণে মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশে আমাদের কর্মীদের জন্য বৈদেশিক কর্মসংস্থান বন্ধ বা সংকুচিত হওয়ায় সম্ভাবনাময় মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারটি আমাদের জন্য আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এমতাবস্থায়, রিক্রুটিং এজেন্সি সমূহের উচিত হবে শুধুমাত্র নিজস্ব স্বার্থকে বিবেচনা না করে দেশের স্বার্থ ও কর্মীদের কর্মসংস্থানের কথা বিবেচনা করে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারটির সুযোগ গ্রহণ করা। অন্যথায় মালয়েশিয়া সরকার অন্যান্য সোর্স কাফ্রি হতে কর্মী নিয়োগপূর্বক তাদের চাহিদা পূরণ করবে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ এই সম্ভাবনাময় শ্রমবাজারটির সুযোগ হতে বঞ্চিত হবে।

বিদ্যমান এই পরিস্থিতিতে বেকার যুব শক্তির বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্বার্থে এ বিষয়ে সম্মানিত সাংবাদিক ভাই-বোনদের আন্তরিক সহযোগীতা কামনা করছি।